

উপস্থিত :- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,  
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ০৬  
তারিখ-১১/০৮/২২

অদ্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ও আপত্তি শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজির। নথি শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

নিষেধাজ্ঞার আবেদন বিষয়ে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শবন করলাম। অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী/প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

**দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই,**

নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিল করিম উদ্দিন গং। তাদের নামে আর এস ১৪৯৮ খতিয়ান ছড়াস্ত প্রচার আছে। অংশ মতে করিমউদ্দিন ২৪.৫৭ শতক পায়। করিম উদ্দিন মরনে ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা ওয়ারীশ থাকে। করিম উদ্দিনের এক পুত্র ছৈয়দ হোসেন অবিবাহিত মারা গেলে তৎ স্বত্ব ভ্রাতা ভগ্নিরা প্রাপ্ত হয়। এভাবে করিম উদ্দিনের প্রত্যেক পুত্র ৬.১৪ শতক এবং প্রত্যেক কন্যা ৩.০৭ শতক স্বত্ববান ও দখলকার থাকেন। করিম উদ্দিনের পুত্র আমির হোসেন মরনে পুত্র সিরাজুল হক ওয়ারীশ থাকে। অপর পুত্র মীর হোসেন মারা গেলে ২ পুত্র বাদী আহাম্মদ হুফা, নুরুছফা ও ১ কন্যা মমতাজ বেগম ওয়ারীশ থাকে। আমির হোসেনের পুত্র সিরাজুল হক ১৯৭৭ ইং সনে ২.৫০ শতক ভূমি বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। করিম উদ্দিনের কন্যা ছবুরা খাতুন ও গোলবাহার ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দুই কবলায় ০২ + ০৩ = ০৫ শতক বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। এভাবে বাদী নালিশী ৯২৮০ দাগে মৌরশী সুত্রে ২.৪৫৮ শতক ও খরিদ সুত্রে ৭.৫০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন।

বাদীপক্ষের আরো বক্তব্য এই যে, নালিশী ভূমি বাড়ি ভিটি। দাগের উত্তর-পূর্ব কোনায় বাদীর ০৬ রুমের ১ তলা পাকা ইমারত রয়েছে এবং উত্তর-পশ্চিম কোনায় সেমি পাকা গৃহ বিদ্যমান রয়েছে। দাগের দক্ষিণাংশে পাকা ও বেড়ার গৃহ বিদ্যমান আছে। বি এস জরিপ বাদী ও তার বায়ার নামে শুদ্ধরূপে প্রচারিত রয়েছে। গত ২৭/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ পাকা ইমারত নির্মানের জন্য বাদীর দখলীয় ১(খ) বর্নিত ভূমি জোরপূর্বক দখল করে নেয় এবং দখলকৃত ভূমিতে ৩ টি পাকা পিলারের বেইস ঢালাই করে ফেলে। পরবর্তীতে ১ নং বিবাদী বিদেশ গমন করেন। সম্পত্তি বিদেশ হতে প্রত্যাভর্তন করে পুনরায় ইমারতের বাদবাকি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। বাদীর উঠান সংলগ্ন ভূমিতে জোরপূর্বক বেদখলে ইমারত নির্মানের কাজ করায় বাদীর বের হবার পথ অবরুদ্ধ হয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

দরখাস্তকারীপক্ষ তাহার দাবির সমর্থনে আর এস ১৪৯৮ ও বি এস ২২৯৫ / ৩৬৫৬ নং খতিয়ানের সি,সি, ২৯৩১/১৯৭৭, ২১১৫/১৯৮৫ ও ৪৯৬৮/১৯৮৬ নং দলিলের মূল কপি দাখিল করেন।

অপর দিকে ১-৮ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে,

নালিশী জমির মূল মালিক করিম উদ্দিন গং। আর এস ১৪৯৮ খতিয়ানে করিম উদ্দিন নালিশী দাগে ২৪.৫৭ শতকের মালিক ছিলেন। করিম উদ্দিন মরনে ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা ওয়ারীশ থাকে। করিম উদ্দিনের পুত্র ছৈয়দ হোসেন অবিবাহিত মারা গেলে ভ্রাতা ভগ্নিগণ ওয়ারীশ থাকে। আমির হোসেন মরনে সিরাজুল হক ওয়ারীশ থাকে। মীর হোসেন মরনে ২ পুত্র বাদী আহমদ ছফা, নুরুছফা ও মমতাজ বেগম ওয়ারীশ থাকে। আমির হোসেনের পুত্র সিরাজুল হক ১৭/০৮/১৯৬৮ ই তারিখে দুই কবলায় (১.৫০ + ১.৫০) = ৩ শতক ভূমি সিদ্দিক আহমদ ও তৎ স্ত্রী মাঝিয়া খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন।

অপর আর এস রেকর্ডী আবুল খায়েরের পুত্র আহমদ ছলিম ও সিরাজুল হক ১৯৬৮ ইং তারিখে ০২ শতক ভূমি সিরাজুল হক ও শতক ভূমি ও মাঝিয়া খাতুন বরাবর হস্তান্তর করে। আহমদ ছলিম একাই ১৭/০৮/৬৮ ই তারিখে ২ কবলায় নালিশী দাগে ৩ শতক ভূমি উক্ত সিদ্দিক ও মাঝিয়া খাতুনের নিকট বিক্রি করে। এভাবে তারা নালিশী দাগে ৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। বি এস ২২৯৫ নং খতিয়ান তাদের নামে হয়। সিদ্দিক আহমদে ও মাঝিয়া খাতুন ৩১/০৩/৮৫ তারিখে কবলা মূলে নালিশী দাগে ২ শতক ভূমি ২ নং বিবাদীর মাতা নূর বেগম বরাবর হস্তান্তর করে। নূর বেগম মরনে ১ নং বিবাদী সহ ৩ পুত্র ও ২ কন্যা ওয়ারীশ ও স্বামী ওয়ারীশ থাকে। উক্ত ওয়ারীশগণ ৫/১২/১৬ ইং তারিখে দানপত্র মূলে ১.৬৩ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করে। এভাবে বিবাদী নিজ ও দানসূত্রে প্রাপ্ত ২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন।

আর এস ৯২৮০ দাগের ভূমির পরিমাণ ৫০ শতক যাহা ২টি খতিয়ানে বিভক্ত হয়। ১৪৯৮ খতিয়ানে ৩০ শতক ও ১৪৯৯ খতিয়ানে ২০ শতক। ১৪৯৯ নং খতিয়ানের ভূমির মালিক ছিল ঠান্ডা মিয়া গং। ঠান্ডা মিয়া মরনে পুত্র আমিন শরীফ থাকে। আমিন শরীফ ০২ শতক ভূমি ১৯৬৯ সনে বিবাদীর পিতা আব্দুল জলিল বরাবর বিক্রয় করে। আব্দুল জলিল এর নামে বি এস হয়। অপর আর এস রেকর্ডীর ইউনুস মিয়ার পুত্র হিসাবে আব্দুল জলিল আরো ১ শতক সম্পত্তি লাভ করে। আর এস রেকর্ডী অছি মিয়ার পুত্র হাছি মিয়া ৩.৩৩ শতক ভূমি ৪ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করে। আর এস রেকর্ডী আব্দুল হাকিম ৩.৬৭ শতক ভূমি ১৯৬৩ ইং সনে আব্দুল জলিল এর নিকট বিক্রয় করে। এভাবে আব্দুল জলিল ৬.৬৭ শতকে স্বত্ববান ও দখলকার হন। এভাবে বিবাদীগণ তাদের পিতা হতে আর এস ১৪৯৮ খতিয়ানে ৯২৮০ দাগে ০২ শতক এবং ১৪৯৯ খতিয়ানে ৯২৮০ দাগে ৬.৬৭ শতক এবং ৩.৩৩ শতক ভূমি ৪ নং বিবাদী খরিদসূত্রে লাভ করে। অর্থাৎ দুই খতিয়ানে (২+১০) = ১২ শতক ভূমি বাদীগণ প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখল করতে থাকে। ১ নং বিবাদী মাতার খরিদা ২ শতকে ৩ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে ৪ কামরা বিশিষ্ট পাকাগৃহ নির্মাণ শুরু করে। পরবর্তীতে আবুদাবি চলে যান। সেখান থেকে এসে বাকী কাজ শুরু করলে, বাদী অত্র বিবাদীর বিরুদ্ধে ফৌ. কা বি ১৪৫ ধারায় মামলা করেন। উক্ত মামলায় তদন্ত প্রতিবেদনে বিরোধীয় ভূমিতে কোন বাদীর কোন দাবি নেই মর্মে উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে ১ নং বিবাদী অসমাপ্ত পাকা গৃহের ছাদ

নির্মাণের জন্য ০৫/০৬/২০২২ ইং তারিখে দেশে আগমন করে। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, বিবাদী তার নিজ স্বত্বীয় ভূমিতে গৃহ নির্মাণ করিতেছে। বাদীর স্বত্ব দখলীয় ভূমি বাদীর দখলে আছে। বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবির সমর্থনে নালিশী ভূমি সংশ্লিষ্ট ৫৬৯০/৬৯, ৪৮৩২/১৯৬৩, ৪০৬৩/৪৮৩২, ১৬২৪/৮৫, ৩২৩৬/২০১৬ এবং ৮৯৬২ নং বি এস নামজারি খতিয়ান ও ৫৮৩/১৯ মামলার সহি মুহুরী নকল দাখিল করেছেন।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নালিশী আর এস ৯২৮০ দাগের ভূমির পরিমাণ ৫০ শতক যাহা ২টি খতিয়ানে বিভক্ত হয়। ১৪৯৮ খতিয়ানে ৩০ শতক ও ১৪৯৯ খতিয়ানে ২০ শতক। ১৪৯৮ খতিয়ানের ৩০ শতক এর মধ্যে বাদী নালিশী দাগে খরিদ ও মৌরশী সূত্রে  $(৭.৫০ + ২.৪৫) = ৯.৯৫$  শতক ভূমিতে মালিকানা ও দখল দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় দলিলাদি পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া বিবাদীপক্ষ উক্ত মালিকানা বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেননি। এদিকে বিবাদীপক্ষ নালিশী ১৪৯৮ খতিয়ানে ৯২৮০ দাগে ০২ শতক এবং ১৪৯৯ খতিয়ানে ১০ শতক সহ সর্বমোট ১২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় ও উক্ত দাবির সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। মূলত উভয়পক্ষই প্রত্যেকের মালিকানা ও দখল স্বীকার করে নিয়েছেন। বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে ২৭/০৪/২০১৯ ইং তারিখে নালিশী দাগে বাদীর স্বত্বীয় ০.৭৭ শতক ভূমি জোরপূর্বক দখল নিয়ে ইমারত নির্মাণের অভিযোগ করলেও বিবাদীপক্ষ এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় আনীত মিস ৫৩৮/১৯ মামলার আদেশ হতে প্রতীয়মান হয়, যে উক্ত মামলাতে অত্র মামলার বাদীপক্ষের নালিশী ০.০৭৫ শতক ভূমিতে কোন দাবি নেই মর্মে স্বীকার করেছেন। বিবাদীপক্ষ প্রকৃত অর্থে কোনরূপ অনধিকার প্রবেশ (intrusion) করেছেন কিনা তার সত্যতা হুড়াহুড়ি বিচারে সাক্ষ্য প্রমাণের নিরিখে নিরূপিত হবার অবকাশ রহিয়াছে। অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত নিষ্পত্তি পর্যায়ে বাদীর অভিযোগের ভিত্তিতে এ বিষয়ে কোন ইতিবাচক হুড়াহুড়ি সিদ্ধান্তে আসাটা সমীচীন হবে না বিবেচনা করি। উক্ত অভিযোগের সত্যতা নিরূপনের নিমিত্তে বাদীপক্ষ কোন লোকান ইনভেস্টিগেশনের ও আবেদন জানান নি। ২০১৯ সালের ঘটনার পরবর্তীতে দীর্ঘ ০৩ বছর অতিক্রান্তে বাদীপক্ষ অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বাদীর নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে শুধুমাত্র ০.৭৭ শতক ভূমি বেদখল হওয়ার অভিযোগ ব্যতিরেকে উক্ত বেদখলের বিষয়টি তাহার অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবে বিবেচনায় নেওয়ার কোন কারন আছে বলে আমি মনে করি না। নালিশী দাগে উভয়পক্ষই সহ-অংশীদার। যদি বিবাদীপক্ষ প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত ভোগদখল করেন সেক্ষেত্রে বিভাগ দাবির আবশ্যিকতা রহিয়াছে বলে আমি বিবেচনা করি। এদিকে বিবাদীপক্ষ ২০১৯ সাল থেকে সেখানে নির্মাণকাজ শুরু করে মাঝখানে বিরতি দিয়ে পুনরায় তা আরম্ভ করেছেন। এখন নিষেধাজ্ঞা আদেশ দ্বারা উক্ত নির্মাণকাজ বন্ধ করা হলে, বিবাদীপক্ষ

বাদীপক্ষের তুলনায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আমি বিবেচনা করি। যাইহোক, বাদীপক্ষ যদি ভবিষ্যতে মামলায় জয়লাভ করেন, সেক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষ তার নিজ ঝুঁকি ও খরচে নির্মিত অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলার সুযোগ রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিপক্ষে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ইং ১৪/০৬/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা গুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান  
ডসনিয়র সহকারী জজ,  
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,  
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান  
সিনিয়র সহকারী জজ,  
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,  
পটিয়া, চট্টগ্রাম